34

দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 28 2000

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩ ....

চাঁদপুর সরকারী কলেজে ৭১ শিক্ষকের পদ শূন্য

চাঁদপুর, ২৭ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ জেলার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ চাঁদপুর সরকারী কলেজ বর্তমানে অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্র সঙ্কট, শিক্ষক-ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অভাব এবং লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরিতে পর্যাপ্ত বই ও যন্ত্রপাতি না থাকায় কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুর কলেজকে ১৯৮৪ সালে সরকারী করা হয়। কলেজটিতে বর্তমানে ১৭টি বিভাগ রয়েছে। এর মধ্যে ১৪ বিষয়ে অনার্স ও ৭ বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অনার্সের প্রতিটি বিভাগে ৭ জন করে শিক্ষক এবং একই বিষয়ের অনার্স ও মাস্টার্স বিভাগে ১২ জন করে শিক্ষক [illegible] অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স মিলে ১৪ বিভাগে ১শ' ৩৩ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। কিন্তু কলেজটিতে শিক্ষক আছেন মাত্র ৬২ জন। ফলে ৭১ জন শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ ৮ মাস উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঝিমিয়ে পড়েছে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের থাকার আবাসিক

সমস্যা অন্তহীন ॥ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া বর্তমানে কলেজের ৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য মাত্র তিনটি ছাত্রাবাস রয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদের শেরে বাংলা ও জিয়া ছাত্রাবাসে আসন সংখ্যা ২শ' ৫০। [illegible] ছাত্রাবাসের অবস্থা করুণ। এর ভবন জরাজীর্ণ। বাথরুম ও টয়লেট নোংরা। খাবার পানি ও খাদ্য নিম্নমানের। ছাত্রাবাসগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। ক্যাম্পাসে আবাসিক ব্যবস্থা না থাকায় কলেজের প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী শহর কিংবা শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে ঘর ভাড়া করে কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাসা-বাড়িতে থেকে কলেজে যাতায়াত করছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এদিকে কলেজের মূল ভবন ও ছাত্রাবাসগুলোর চারদিকে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ক্যাম্পাসে অবাধে গরু-ছাগল প্রবেশ করছে। অপরদিকে এ সুযোগে একশ্রেণীর অসাধু লোক কলেজের সম্পত্তি বেদখল করে নিচ্ছে।

বড় আশা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী এই কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু নানাবিধ সমস্যার কারণে তারা আশানুরূপ ফল লাভে ব্যর্থ হচ্ছে।